মুসলিম সমাজে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন : আমাদের করণীয়

ড. শাহ্ মো. রফিকুল ইসলাম*

সার সংক্ষেপ

সংস্কৃতি মানুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। মানব জীবনের সকল কর্মকান্ডে ধমনীর রক্ত প্রবাহের মতই সংস্কৃতি প্রবাহিত হয়। সংস্কৃতি বলতে বুঝায় সংস্কার, সংশোধন, পরিশুদ্ধকরণ ও পরিচ্ছন্নতা বিধান। আমরা যা ভাবি, চিন্তা করি, বিশ্বাস করি তাই সংস্কৃতি। সাংস্কৃতিক অনুভূতি ও মূল্যবোধই মানুষকে উৎকর্ষতা দান করে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রূপে গড়ে তোলে। আর ইসলামি সংস্কৃতিতে ইসলামি মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে। সংস্কৃতির নামে অশ্লীলতাকে ইসলাম সমর্থন করে না। বর্তমানে মুক্ত সংস্কৃতি চর্চার নামে বিশব্যাপী চলছে নগ্নতা, বেহায়াপনা ইত্যাদি। বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে অশ্লীল গান-বাজনা, নাটক, সিনেমা, নৃত্য, কার্টুননেটওয়ার্ক, ফ্যাশন-শো, রিয়েলিটি-শো ইত্যাদির নামে চলছে ব্যাপক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এসব অপসংস্কৃতির প্রভাবে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাসহ মুসলিম সমাজের সর্বস্তরের মানুষ নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে আমাদের যুবসমাজ সবচেয়ে বেশী নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার। নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে বর্তমান সমাজে হত্যা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, রাহাজানি, যিনা-ব্যভিচার আজ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এ অবস্থায় বাংলাদেশসহ বিশ্ব মুসলিম সমাজকে অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে হলে ইসলামি সংস্কৃতির চর্চা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করতে হবে। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বর্তমান অবস্থা ও তা থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মূল শব্দসমূহ : মুসলিম, সমাজ, সংস্কৃতি, বাংলাদেশ, আগ্রাসন।

ভূমিকা

সংস্কৃতি মানুষকে সামাজিক ও সুসভ্য করে তুলে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে সব অভ্যাস প্রতিফলিত হয় সেটাই সংস্কৃতি। আমাদের কর্মনীতি, কার্যপদ্ধতি ও চিন্তা-ভাবনা সবকিছুই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানুষের চারিত্রিক বৃত্তিসমূহের চর্চা। মানুষের চাল-চলন ও পারিপার্শ্বিকতার অবলম্বনে সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে। মানুষের মানসিক যোগ্যতা, প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের মাধ্যমই হলো সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতিই মানুষকে অচেতনার অন্ধকারাচ্ছন্ন গহবর থেকে চেতনার আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে নিয়ে আসে। সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মাধ্যমেই কোন জাতি বিশ্বের বুকে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে পারে। ইসলাম একটি শ্বাশত জীবন বিধান হিসেবে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিকসহ সকল বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলামি শরীয়ার বাস্তব প্রতিফলনই ইসলামি সংস্কৃতি। ইসলাম যুগপৎভাবে একটি সংস্কৃতি ও একটি ধর্ম। ইসলাম ধর্ম থেকে আলাদা করে ইসলামি সংস্কৃতির কথা চিন্তা করা যায় না। বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ 'আব্দুর রহমান আযযাম বলেন, মুসলমানগণ তাদের ধর্মকে হারিয়ে ফেললে একই সাথে তাদের সংস্কৃতিকেও হারাবে। যে জাতির সংস্কৃতিবোধ যত উন্নত সে জাতি তত উন্নত। আর যে জাতির সংস্কৃতিক প্রকাশ যত নিম্নমানের সে জাতি তত অসভ্য। ইসলামি সংস্কৃতি হলো এক উন্নত মতাদর্শ। ইসলামি সংস্কৃতির ভিত্তি হলো তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ স. এর জীবনাদর্শই হলো ইসলামি সংস্কৃতি। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ রসুলের জীবনেই রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ"।[১] বর্তমানে অবাধ সংস্কৃতি চর্চার নামে বাংলাদেশেসহ মুসলিম বিশ্বে চলছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এ আগ্রাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নগ্নতা, মদ, গাজা, হিরোইন, ইয়াবা, ফেনসিডিলসহ অন্যান্য নেশা ব্যাপক বিস্তারলাভ করছে। এসব অপসংস্কৃতির প্রভাব ইসলামি সংস্কৃতিকে আজ পুরোপুরি ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজকে

---

* ব্যাংকার ও গবেষক। E-mail : dr.rafiqibbl@gmail.com

১. আল-কুরআন, সুরা আহযাব, ২১।

রক্ষা করতে হলে অপসংস্কৃতির কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং বিশেষ করে যুব সমাজকে নৈতিক ও ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। কোন মুসলিম অমুসলিমদের সংস্কৃতি ধারণ করলে সে ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে। এ প্রসঙ্গে রাসুল স. বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ - "যদি কেউ ভিন্ন ধর্মালম্বীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে তবে সে ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে"।[২]

সংস্কৃতির সংজ্ঞা

সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মার্জিত রুচি বা অভ্যাসজাত উৎকর্ষ। 'সংস্কৃতি' শব্দটি বাংলা। এর ইংরেজি প্রতি শব্দ "Calture"। অর্থ ভূমি চাষ বা কর্ষণ, শিক্ষা-দীক্ষার সাহায্যে মন-মানসিকতার পরিচ্ছন্নতা ও উৎকর্ষ বিধান, নৈতিক চরিত্র ও মানসিক যোগ্যতার পরিবর্ধন, স্বভাব-মেজাজ, আলাপ-ব্যবহার ও রুচিশীলতার পরিমার্জন।[৩]

সংস্কৃতি শব্দটি সংস্কার বা সংস্করণ পদ থেকে গঠিত। এর অর্থ শুদ্ধিকরণ, বিশোধন, সংশোধন। অর্থাৎ বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবনকে পবিত্রকরণ, শোধনকরণ, পরিষ্কার বা নির্মলকরণ কিংবা উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধন প্রক্রিয়াকে সংস্কৃতি বলে। সংস্কৃতিকে (কৃষ্টি কর্ষণ) তমুদ্দুন (নগর আচরণ তথা পরিশীলিত দৃষ্টিভঙ্গি), তাহযীব (সুসজ্জিতকরণ), ছাক্বাফাহ (প্রশিক্ষিত ও সফল হওয়া), প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।[৪] এ প্রসঙ্গে A Dictionary of Modern Written Arabic-এ বলা হয়েছে : Culture, refinement, education, civilization, cultivation.[৫]

Oxford Dictionary-তে সংস্কৃতির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে : Intellectual Development, improvement by (mental or physical) Training. অর্থাৎ (মানসিক বা দৈহিক) ট্রেনিং এর সাহায্যে মানসিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন।[৬] 'আরবিতে সংস্কৃতি শব্দটিকে বলা হয় 'ছাক্বাফাহ' (ثقافة), অর্থ চতুর, তীব্র সচেতন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও শিক্ষা দেয়া। সংস্কৃতি হচ্ছে Way of life বা জীবন ধারণের পদ্ধতি। আমাদের জীবনের সব দিকগুলোই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে Jones তার Basic principles of sociology গ্রন্থে বলেন, Culture is the sum of man's creations অর্থাৎ মানবসৃষ্ট সবকিছুর সমষ্টিই হলো সংস্কৃতি।[৭]

একটি জাতির আচার-আচরণ, কৃষ্টি-কালচার বা স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় যে সব বিষয় ফুটে উঠে তার সমষ্টিই সংস্কৃতি।

ইসলামি সংস্কৃতির পরিচয়

ইসলামি সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি এক উন্নত মতাদর্শ। ইসলামি শরী'আহ অনুমোদিত সকল কর্মকান্ড ইসলামি মূল্যবোধের নিরিখে সম্পাদন করাই ইসলামি সংস্কৃতি। ইসলামি সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে দ্বীনভিত্তিক। দ্বীনি ভাবধারাই তার প্রাণশক্তি ও আসল নিয়ামক। আর ইসলামি সংস্কৃতিতে ইসলামি মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে থাকে।[৮] ইসলামি

---

২. আবূ দাউদ সুলাইমান আশআছ আস-সিজিস্থানী রহ., অনুবাদ:ড.আ.ফ.ম.আবুবকর সিদ্দিক, *আবু দাউদ শরীফ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি.), খণ্ড ২, পৃ. ৫৫৯।

৩. এ.কে.এম নাজির আহমদ, *ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম প্রকাশ, ২০০৫ খ্রি. পৃ. ৩৪; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকা : খায়রুণ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ২৫০।

৪. মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার (সম্পা), *আমাদের সংস্কৃতি বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১ম প্রকাশ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৫৫; ড. আহমদ শরীফ, *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৫৩৬ ।

৫. Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Ithaca, New York : 1976), P. 104.

৬. H.W. Fowler and F.G. Fowler, *Oxford Dictionary* (London : Ely House, Oxford Univrsity Press, 5th Edition, 1964 A. D.), P-297.

৭. এ. কে. এম. শওকত আলী খান, *সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি* (পাবনা, বাংলাদেশ: পাঠক মেলা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৩৪।

৮. আবুল হাশিম, *সমাজ পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় ইসলামি মূল্যবোধ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ.১৮৯।

সংস্কৃতির মূল কথা হলো একথা স্বীকার করা যে, মহান আল্লাহ তায়ালা গোটা বিশ্বলোকের এক ও একক স্রষ্টা; তিনিই একমাত্র সার্বভৌম প্রভু, হযরত মুহাম্মদ স. দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি এবং কুরআন মজীদ আল্লাহ্‌র কালাম হেদায়াতের সর্বশেষ বিধান। এক কথায় বলা যায় কুরআন সুন্নাহর আলোকে অনুসরণীয় মুসলিম জাতির জীবন পদ্ধতিই হল ইসলামি সংস্কৃতি।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বলতে কি বুঝায়

আগ্রাসন (Aggression) ইংরেজি শব্দ। বাংলা অর্থ বিনা উত্তেজনায় আক্রমণ করা বা অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ অথবা আক্রমন করা। আগ্রাসন বলতে আমরা বুঝি বৈদেশিক রাজ্য বা দেশকে গ্রাস করার প্রবৃত্তি।[৯] আর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হলো একদেশের উপর ভিন্নদেশের সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দিয়ে তা মেনে চলতে বাধ্য করার প্রচেষ্টা। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বলতে আমরা অপসাংস্কৃতি ভয়ানক অনুপ্রবেশকেই বুঝি। কারো পছন্দের উপর অন্যের পছন্দকে কৌশলগত ভাবে চাপিয়ে দিয়ে পর্যায়ক্রমে তাতে প্রভাবিত করা এবং এক সময় অন্যের পছন্দ গ্রহন করা। এটা হচ্ছে জাতিকে অবদমিত করার প্রারম্ভিক প্রয়াস। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন জাতীয় অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ। মুসলিম জাতির অস্তিত্ব ও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সাংস্কৃতির আগ্রাসন প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যম

বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এক সর্বগ্রাসী রূপ ধারন করেছে। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ন্যায় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কৌশলে নতুন আঙ্গিকে আবির্ভূত হয়। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ক্ষেত্রেও ইসলাম বিরোধীরা ভিন্ন ভিন্ন কৌশলে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অন্যতম মাধ্যম হলো ইসলাম বিরোধী প্রচার মিডিয়া, অশ্লীল গান-বাজনা, নাটক, সিনেমা, নৃত্য, কার্টুননেটওয়ার্ক,ফ্যাশন-শো, রিয়েলিটি-শো, অশ্লীল পোশাক-পরিচ্ছদ,অনৈসলামিক পন্হায় অভিবাদন ইত্যাদি। বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিভিন্ন মাধ্যম সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

১. মিডিয়ার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

বর্তমানে মিডিয়ার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে বিশ্ব প্রচার মিডিয়ার অধিকাংশই ইসলাম বিরোধী ইয়াহুদীদের নিয়ন্ত্রণে। ইসলাম বিরোধী প্রচারণায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টিভি, ফ্যাক্স, ইন্টারনেটসহ ইত্যাদি সরাসরি ইয়াহুদীদের অর্থে পরিচালিত হয়।[১০] এছাড়ও প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিরোধী সংগঠনই নিজস্ব আঙ্গিকে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করছে। বর্তমানে স্যাটেলাইটের সুবাদে বিশ্ব গণমাধ্যম ব্যবস্থার রূপরেখা পাল্টে দিয়েছে এবং প্রচার মিডিয়া যোগাযোগ ব্যবস্থাকে এক নতুন আঙ্গিকে উন্নীত করেছে। সারা বিশ্বে এসব প্রচার মিডিয়ার প্রসার ঘটছে বিস্ময়কর গতিতে। তাই ইসলাম বিরোধীরা সহজেই বিভিন্ন স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে অশ্লীল ছবি, সিনেমা, নাটক, গান ও নৃত্য প্রচার করে যাচ্ছে। সম্প্রচারের ক্ষেত্রে বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো ইন্টারনেট (Internet)। এর প্রভাব ব্যাপক, সার্বক্ষণিক এবং সহজলভ্য। Internet-এর দোলায় সারা বিশ্ব আজ দুলছে। আর এ কারণে ইসলাম বিরোধীরা ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েবসাইট খুলে সহজেই অশ্লীল প্রোগাম চালু করছে।[১১] ফলে সারা বিশ্বেই

---

৯. *www.dailysangram.com/news/_det*, সম্পাদকীয়, bangla.irib.ir/comment/k2/item/2, *সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও আজকের প্রেক্ষাপট*, রেডিও তেহরান।

১০. ড. মীর মন্‌জুর মাহমুদ, *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইমাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , প্রথম প্রকাশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১০৬।

১১. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী, *ইসলামি দা' ওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২য় সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৩০১; মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, *দাওয়াতে দীন ও তার কর্মপন্থা* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৪র্থ প্রকাশ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৭৬।

আজ পাশ্চত্য সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশে ভারতীয় সাংস্কৃতির আগ্রাসন সবচেয়ে বেশি। আজকাল পহেলা বৈশাখ বা একুশের অনুষ্ঠানে হিন্দি গান বাজানো হয়। ভারতীয় হিন্দি চ্যানেলগুলো বাংলাদেশে অবাধে চলছে। যেমন, স্টার পণ্ঢাস, সনি টিভি, জি-বাংলা, স্টার জলসা, জি- সিনেমা, সংগীত বাংলা ইত্যাদি। এসব চ্যানেল অশ্লীল গান, পরকীয়া, বউ-শ্বাশুড়ীর ঝগড়াসহ বিভিন্ন চরিত্র চিত্রায়িত করে। বর্তমানে উন্মুক্ত এ মাধ্যমেই অশ্লীলতা বিশ্বব্যাপী ছয়লাব হচ্ছে।[১২] ইসলাম বিরোধী প্রচার মিডিয়ার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইসলামি সংস্কৃতি আজ পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। [১৩] ফলে আমাদের সমাজ অপসংস্কৃতির রাহুগ্রাসে বিপন্ন প্রায়। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে চলছে অপসংস্কৃতি অবাধ প্রতিযোগিতা।[১৪] বর্তমান সিনেমা বা চলচ্চিত্র এক সস্তা চিত্তবিনোদনের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। সিনেমার মূল উপকরণ হলো ফিল্ম। ফিল্ম বিদ্যুতের ন্যায়ই এক প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক শক্তি। ফিল্মকে বর্তমানে অশ্লীল, নির্লজ্জ ও নৈতিকতা বিবর্জিত দৃশ্যাবলীর প্রদর্শনীর কাজে ব্যবহার করা হয়। আর এতে যে কাহিনী বা গল্প চিত্রায়িত হয় তা অবৈধ ভালোবাসা ও প্রণয়াসক্তির বিচিত্র গতি প্রকৃতি ও রোমান্টিক ঘটনা প্রবাহের আবর্তনে উদ্বেলিত।[১৫] এসব কল্পকাহিনী দর্শকদের বিশেষত তরুণ-তরুণীদের মন-মগজ ও চরিত্রের ওপর অত্যন্ত খারাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং বিজাতীয় সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে। এ প্রসঙ্গে আমরা উপজাতীয় সংস্কৃতির একটা উদাহরণ দিতে পারি। যেমন, গারো সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েদের যখন বিবাহের আলোচনা হয় তখন তারা ছেলে ও মেয়েকে রাতে একই ঘরে আবদ্ধ করে রাখে। সকাল বেলা যদি তারা হাতে হাত ধরে একই দরজা দিয়ে বের হয় তবে তাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়। আর যদি তারা উভয়ে ঐ ঘরের দুই দরজা দিয়ে দুজন বের হয় তবে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে দেয়া হয়। অর্থাৎ এর দ্বারা পাত্র-পাত্রী উভয়ের পছন্দ না হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়।[১৬] বর্তমানে নাটক এবং সিনেমার মাধ্যমে অবৈধ প্রেম ও ভালোবাসার কল্পকাহিনীর চরিত্রকেই ফুটিয়ে তোলা হয়। অনেক নাটক এবং সিনেমার মূল বিষয় হলো ছেলে ও মেয়েকে অবাধে মেলা-মেশার সুযোগ করে দেয়া। ছেলে-মেয়েরা যখন একজন অন্য জনের বাসায় আসে তখন ছেলে ও মেয়ের মা-বাবা আপ্যায়নের অযুহাতে ছেলে ও মেয়েকে একই সাথে ঘরে সময় কাটানোর সুযোগ করে দিয়ে বলে তোমরা গল্প কর আমি তোমাদের জন্য চা-নাস্তা নিয়ে আসি। এটিই হলো বর্তমান সিনেমা বা নাটকের মূল কাহিনী। আর এসব নাটক ও সিনেমার কল্পকাহিনী বর্তমানে মুসলিম তরুণ-তরুণীদের উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ছেলে-মেয়েরা অবৈধ সম্পর্কের কারণে পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও সমাজ সংসার ছেড়ে পালিয়ে যায়, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মহত্যার মত ঘটনাও ঘটে। যা পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্টের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মিডিয়ার রূপালী পর্দায় আলো-ছায়ার বিচিত্র রহস্যময় খেলায় যা কিছু দেখানো হয় দর্শকের চরিত্রে হুবহু তারই প্রতিফলন ঘটে। আধুনিক টিভি নাটক, টেলিফিল্ম ও ভিডিও ক্যাসেটেও অশ্লীলতা প্রদর্শন করা হয়। বর্তমানে স্যাটেলাইট চ্যানেলের বদৌলতে আকাশ সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তৃতি এবং ইন্টারনেট প্রোগামের দ্রুত সম্প্রসারণের কারণে ইলেকট্রনিক মিডিয়া এখন মানবীয় চরিত্র ও নৈতিকতার পক্ষে এক ঘাতকে ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।[১৭]

মিডিয়ার এসব অশ্লীল দৃশ্য বাংলাদেশ তথা মুসলিম বিশ্বের তরুণ-তরুণীদের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করছে। অশ্লীল কাহিনীকে চিত্রায়িত করার মাধ্যমে গাইর মুহরিম নারী-পুরুষের মধ্যে অন্যায় সম্পর্ক স্থাপন, নির্লজ্জ অঙ্গভঙ্গি এবং পাশবিক আচার-আচরণে অভ্যস্ত করে তুলে। কিন্তু এসব অশ্লীল, গর্হিত ক্রিয়া-কর্ম ইসলাম আদৌ সমর্থন করে

---

১২. *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইমাম*, পৃ. ১০৬।

১৩. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, *ইসলাম পরিচয়* (ঢাকা : ইসলমিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৫৩।

১৪. *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইমাম*, পৃ. ৯১।

১৫. *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, পৃ. ২৮৭।

১৬. ড. শাহ মোঃ রফিকুল ইসলাম, *টাজেস বার্তা* (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : টাংগাইল জেলা সমিতি, প্রকাশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২১।

১৭. *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, পৃ. ২৮৭-২৮৮*

না। কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ও রুচিশীল মানুষ এ অশ্লীলতা বরদাশত করতে পারে না।[১৮] এ মর্মে মহান আল্লহ তায়ালার বাণী,

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ.

"যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ্ যা জানেন তোমরা তা জান না"।[১৯]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ "আর কতক লোক এমন রয়েছে যারা অজ্ঞতাবশত মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য মনোমুগ্ধকর কথা খরিদ করে আনে এবং এই পথের আহ্বানকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে উঠিয়ে দিতে চায়। এ ধরনের লোকদের জন্য কঠিন ও অপমানকর শাস্তি রয়েছে।"[২০]

২. গান বাজনার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

বর্তমানে বাংলাদেশে অবাধ সংস্কৃতি চর্চার নামে চলছে নগ্নতা, বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা, অশ্লীল নৃত্য ইত্যাদি।[২১] নৃত্য সঙ্গীত ও বাদ্য যন্ত্রের সূর মূর্ছনা বর্তমান সমাজে চিত্তবিনোদনের আকর্ষণীয় উপকরণরূপে স্বীকৃত ও গৃহীত। শিক্ষিত-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুন্দরী-যুবতীরা সাধারণত নাচ-গানের আসরে নাচে। গান যার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে, তার কণ্ঠস্বর অপেক্ষা তার অবয়বের প্রতিই শ্রোতাদের আকর্ষণ সর্বাধিক। সঙ্গীত শিল্পীর কণ্ঠের ন্যায় তার রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি শ্রোতাদের এ আকর্ষণ সম্পর্কে খোদ শিল্পীও সচেতন থাকে। তাই সঙ্গীত পরিবেশনের সাথে সাথে নিজের দেহ প্রদর্শনের ব্যাপারেও শিল্পীকে অত্যন্ত সচেষ্ট দেখা যায়। নাচের সাথে সাথে দেহ যখন কথা বলে তখনই তার নাচ আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। এগুলো কোন সভ্য সমাজের সংস্কৃতি নয় বরং তা অপসংস্কৃতি।[২২] এসব অপসংস্কৃতি ইসলামি সংস্কৃতিকে পুরোপুরি ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বর্তমানে সারা বিশ্বেই আধুনিক গানের[২৩] নামে চলছে দেহ প্রদর্শন ও অশ্লীলতা।[২৪] এসব অপসংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় করে এবং সমাজ জীবনকে করে তোলে দুর্বিসহ। আর ব্যান্ড সংগীতের নামে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে চলছে নেশা গ্রহণ ও মাতলামী। এসব ব্যান্ড সংগীতের নামে তরুণ-তরুণীরা গাজা, মদ, হিরোইন ও ইয়াবার মত মরণ নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তারা বাবা-মাকে খুন করতেও দ্বিধাবোধ করেনি, যা জাহেলিয়াতের বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। যেমন,

---

১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮।

১৯. *সুরা নূর* : ১৯।

২০. *সুরা লুকমান* : ৬।

২১. *রাবেতা আলমে আল ইসলামি কার্যবিবরণী প্রতিবেদন*, সেপ্টেম্বর ২০০৪ – জুন ২০০৬, পৃ.২২।

২২. *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, পৃ. ২৯১।

২৩. গান 'আরবিতে গিনা (غناء), নাশীদ (نشيد) এবং সামা' (سماع) বলা হয়। আর ইংরেজি প্রতিশব্দ Song। গান হচ্ছে মনের ভাবকে কথা, সুর ও তালের মাধ্যমে প্রকাশ করা। দ্র. মোবারক হোসেন খান, *সংগীত দর্পণ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৭; ফের্সো বিল্লিনির মতে, গান হচ্ছে ধ্বনির মাধ্যমে ভাব ও আবেগকে প্রকাশ করার কৌশল। দ্র. ফের্সো বিল্লিনি, *মেনুয়েলী ডি মিউজিকা* (মিলানো : রিকোর্ডি, ১৮৫৩ খ্রি.), পৃ. ২৪।

২৪. *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, পৃ.২৮৩।

গ্রামে গঞ্জে পালা গানের মঞ্চে

অন্তরে বন্দরে

খবর দিয়ে দে

দোলা দে দোলা দে

দোলা দে-রে পাগলা।[২৫]

আরেকটি ব্যান্ড সংগীতের কয়েকটি চরনঃ

মন চাইলে মন পাবে

দেহ চাইলে দেহ পাবে

সবই হবে অগোচরে

জানবে না কেহ।[২৬]

মূলত এ গানগুলো আমাদের যুব সমাজকে উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার দিকে লেলিয়ে দিচ্ছে। আর এসব অপসংস্কৃতির প্রভাবে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ধর্ষণ, খুন, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও স্কুল-কলেজে ইভটিজিংয়ের[২৭] মত ঘটনা ঘটে থাকে। আমাদের সমাজে অনেক অঘটন ও বিশৃঙ্খলার মূলে অশ্লীল গান-বাজনা। সমাজ থেকে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও বেহায়াপনা দূর করতে হলে ইসলামি সংস্কৃতি চর্চার বিকল্প নেই। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কণ্ঠে ভেসে উঠেছিল,

এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি

(খোদা) তোমার মেহেরবানি

শস্য-শ্যামল ফসল-ভরা মাটির ডালি খানি

খোদা তোমার মেহেরবানি॥[২৮]

বর্তমান সময়ের ইসলামি সংস্কৃতির ভাবধারার কবি ও সাহিত্যিক কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কণ্ঠে ভেসে উঠে,

তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর

না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর,

---

২৫. Fuad Feat Mila, Produced by Agniveena, Dhaka.

২৬. *বেস্ট অব আয়ুব বাচ্চু*, কেউ কারো নয়, ঢাকা : সাউন্ডটেক ইলেক্ট্রনিক্স।

২৭. **ইভটিজিং :** 'ইভটিজিং' শব্দটি যৌন হয়রানির একটি অমার্জিত (Slang) ভাষা, যা সৃষ্টি বিবরণে পবিত্র কুরআন ও বাইবেলে বর্ণিত প্রথম নারী 'হাওয়া' ও 'ইভকে নির্দেশ করে। আমাদের উপমহাদেশে প্রচলিত এ শব্দটির শাব্দিক বাংলা প্রতিশব্দ 'উত্ত্যক্ত করা'। শব্দটি দ্বারা নারীকে উত্ত্যক্ত করা বোঝায়। তবে এর মধ্যেই 'ইভটিজিং' শব্দটির গুঢ়ার্থ সীমিত নয়; বরং এটি মূলত এক ধরনের ইউফেমিজম (Euphemism); অর্থাৎ উত্ত্যক্ত করার আড়ালে থাকে যৌন প্রবৃত্তির নির্লজ্জ মোড়ক উন্মোচন। যেসব কাজ বা আচরণ ইভটিজিং-এর অন্তর্ভুক্ত, সেগুলো হচ্ছে, খারাপ চাহনী, টিটকারি, ব্যঙ্গবিদ্রুপ, অশালীন মন্তব্য ইত্যাদি । দ্র. *প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স*, সেপ্টেম্বর ২০১০ খ্রি., সংখ্যা ১৭১, পৃ. ৬৩।

২৮. আব্দুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ.৪০৮।

সেই কথা ভেবে ভেবে কেটে যায় লগ্ন

ভরে যায় তৃষ্ণিত এই অন্তর।[২৯]

এসব ইসলামি গান চর্চার মাধ্যমে আমাদের অন্তর পরিষ্কার হয় এবং অন্তরে আল্লাহ্ভীতি জাগ্রত হয়।

গান-বাজনা সম্পর্কে আল-কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا.

"হে নবি! মু'মিন মহিলাদের বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানগুলো হিফাজত করে আর তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে, যা নিজে নিজে প্রকাশিত হয়ে পড়ে তা ছাড়া।" তারপর এ আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে,.وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ "এবং তারা যেন এমন জোরে পা ফেলে না চলে যাতে তাদের লুকানো সৌন্দর্য (অলংকারাদি) এর কথা লোকজন জেনে যায়।"[৩০]

চলা ফেরার সময় নারীর অলংকার আর তার পায়ের অলংকারের ঝংকার কর্ণগোচর হওয়া যদি নিষিদ্ধ হয়ে থাকে তবে নারীর কণ্ঠে সুললিত সুর এবং তার নাচা-গাওয়া আল-কুরআনের দৃষ্টিতে কোন ভাবেই জায়েয হতে পারে না। রসুল সা. ও তার সাহাবিদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কোন মুসলিম নারী কর্তৃক আযান দেয়া, মসজিদে তাকবীর বলা এবং উচ্চস্বরে কুরআনুল কারীম পড়ার কোন নজীর নেই। তাই মুসলিম নারীর পক্ষে কোন সমাবেশে, রেডিও বা টিভিতে গান করা এবং প্রেম ভালোবাসার অভিনয় করা জায়েয নয়।[৩১]

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. "(আল্লহ তায়ালা শয়তানকে লক্ষ্য করে বলেছেন) 'তুই' তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস তোর আওয়াজ দ্বারা সত্যচ্যুত কর।"[৩২]

মুজাহিদ র. 'শয়তানের আওয়াজ' এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র ও অনর্থক ক্রীড়া কৌতুক।[৩৩] অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

আল-কুরআনের এসব ভাষ্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় ইসলাম গান-বাজনাকে নিষিদ্ধ করেছে।

গান বাজনা সম্পর্কে রসুলের (সা.) বাণী

---

২৯. শাহ মোঃ রফিকুল ইসলাম, *রাবেতা আলমে ইসলামির কার্যক্রম ও সাফল্য : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : পিএইচ-ডি থিসিস জুন-২০১২,অপ্রকাশিত), পৃ. ২০৩।

৩০. সুরা আন নূর : ৩১।

৩১. জাস্টিস খালিক গোলাম আলী, *রাসায়েল মাসায়েল*, খণ্ড ৬, (ঢাকা : মওদুদী রিচার্স একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২৫২-৫৩।

৩২. সুরা বনী-ইসরাঈল : ৬৪।

৩৩. আল্লামা আলুসী আল- বাগদাদী, *তাফসীর রূহুল মা'আনী* (বৈরূত : লেবানন , ১৯৮৫ খ্রি.), খণ্ড ১১, পৃ. ৬৭।

عن ابى مالك الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن اناس من امتى الخمر يسمونها بغير اسمها ويضرب على رؤسهم المعازف والمغنيات يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير.

"আবু মালিক আল-আশআরী রা. থেকে বর্ণিত রসুল স. বলেন, আমার উম্মতের কিছু লোক মাদকদ্রব্য সেবন করবে এবং এর নাম পরিবর্তন করে অন্য কিছু রাখবে। তাদের মাথার উপর বাজনা বাজানো হবে এবং গায়িকারা গান পরিবেশন করবে। আল্লাহ তায়ালা এদেরকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দিবেন। তাদের মধ্য থেকে অনেকে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হবে।"[৩৪]

বাদ্য যন্ত্র নিষিদ্ধ করে রসুলুল্লাহ স. বলেন,

عن على رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ضرب الدف والطبل وضوت الرمارة.

"আলী রা. থেকে বর্ণিত, নবি করীম স. নিষেধ করেছেন 'দফ, তবলা বা ঢোল বাজাতে এবং বাঁশীতে সুর তুলতে।"[৩৫] এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ রা. বলেন,

الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل

"গান অন্তরে নিফাক (মুনাফেকী)-এর সৃষ্টি করে যেভাবে পানি ফসলের উৎপাদন করে।"[৩৬]

আল-কুরআন ও হাদিসে গান-বাজনা, অশ্লীল নৃত্য পরিবেশন, মূর্তি নির্মাণ ইত্যাদি অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছে। ইসলামের এ কঠোর হুশিয়ারীকে উপেক্ষা করে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই এসব অপসংস্কৃতির ছয়লাব হচ্ছে। এ সব অপসংস্কৃতি মূলোৎপাটন করে ইসলামি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে।

৩. অভিবাদনের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

আমাদের সমাজে ধর্মীয় বিশ্বাসের আলোকে কয়েক ধরনের অভিবাদন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আর তা হলো সালাম, নমস্কার ইত্যাদি। বর্তমানে চালু হয়েছে 'Good Morning', শুভ সকাল বা সন্ধ্যা, Hi, Bye ইত্যাদি। আসলে এসকল অভিবাদন সঠিক কোন অর্থ বহন করেনা। যেমন, আজ সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। এ অবস্থায় এক ব্যক্তি আরেকজনকে বললো, 'Good Morning', অথচ রাস্তায় পানি জমে আছে, আর লোকটি বলছে 'শুভ সকাল'। আসলে তার সকালটা কি শুভ ছিল? আবার একজন স্কুল বা কলেজের শিক্ষক বা কোন অফিসের বস সকালে বাসা থেকে বের হওয়ার পূর্বে তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে বেরিয়েছেন। তিনি ক্লাসে বা অফিসে ঢুকার সাথে সাথেই ছাত্র-ছাত্রীরা বা তার অধীনস্তরা পরস্পর বলে উঠবে 'Good Morning Sir'. আসলেই এ শিক্ষিক বা বসের সকাল শুভ ছিল? আবার তরুণ সমাজে দুই বন্ধুর মধ্যে যখন দেখা হয় তখন তারা একজন অপরজনকে বলে 'Hi' তদুত্তরে অপর বন্ধুও বলে 'Hi'. এদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় এ 'Hi' শব্দের অর্থ কি? তখন তাদের কেউ এর কোন সদুত্তর বলতে পারবে না। স্থানীয় হিন্দী ভাষায় এ 'হাই' শব্দের অর্থ আফসোস করা। ইংরেজি 'High' শব্দের অর্থ উপরের অবস্থান। এছাড়া এ 'হাই' শব্দের আরেক অর্থ নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া। তাহলে এ 'Hi' শব্দটা অভিবাদন হিসেবে গণ্য করা যায় কিভাবে? বর্তমানে মুসলিম সমাজে 'Hello' শব্দটি বহুল প্রচলিত। Oxford Dictionary-তে এ 'Hello' শব্দের

---

৩৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ, *সুনানু ইব্ন মাযাহ, ঢাকা : ইফাবা*,২০০২ খ্রি.), খণ্ড ২, পৃ. ১৩৩৩।

৩৫. *মুসনাদ আহমদ*, খণ্ড ২, পৃ. ২১৫; ইমাম আশ-শাওকানী, *নাইলুল আওতার*, খণ্ড ৮, (বৈরূত : তা. বি.), পৃ. ১০০।

৩৬. *কাযনুল 'উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফ'আল*, খণ্ড ১৫, পৃ. ২১৮; মুহাম্মদ ইব্ন কুদামাহ, *আল- মুগনী*, খণ্ড ৯, (রিয়াদ : ১৪০১ হি.), পৃ. ১৭৫।

অর্থ অনানুষ্ঠানিক অভিবাদন (Informal Greeting)। 'Hello' শব্দটির আরেকটি অর্থ যেটা দিয়ে টেলিফোনে কথা বলা শুরু করা হয়। টেলিফোন আবিষ্কারক বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল প্রথম এ শব্দটির প্রচলন শুরু করেন। একবার গ্রাহাম বেল ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন তখনই টেলিফোন বেজে উঠল। তখন তিনি কথাবার্তা শুরু করার জন্য 'Hello', বলেছিলেন যাতে অন্য পাশের লোক তার কথা বলতে পারে এবং তিনিও তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হতে পারেন। আর তখন থেকেই Hello বলার প্রচলনটা শুরু হয়।[৩৭]

মূলত অভিবাদনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিবাদন হলো 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলা। যদি কোন একদিন মুষলধারে বৃষ্টি হয় কিংবা স্ত্রী বা বন্ধুর সাথে ঝগড়া হয় তারপরও 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলতে হবে অর্থাৎ 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'–এটিই একমাত্র সঠিক ও বিশুদ্ধ অভিবাদন। মানুষ পরস্পর পরস্পরের কল্যাণ কামনা করে থাকে, হোক সে মুসলিম কিংবা অমুসলিম। সালাম তারই একটি বাস্তব নমুনা।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ.

> "আর যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে তারা যখন আপনার কাছে আসবে তখন আপনি বলে দিন তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"[৩৮]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন,

وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا.

> "আর যখন তোমাদের কেউ অভিবাদন করে তখন তোমরাও তার জন্য তার চেয়ে উত্তম প্রত্যাভিবাদন অথবা তদানুরূপ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।"[৩৯]

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াত থেকে সুস্পষ্ট বোঝাভাবে যায় যে, অভিবাদন তথা সালাম এর ক্ষেত্রে একজন মুসলমান যদি অপর মুসলমানকে বলে 'আস্‌সালামু আলাইকুম', তাহলে অপরজন তদুত্তরে বলবে, 'ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ'; কিংবা কেউ যদি বলে 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ', তাহলে অপরজন তদুত্তওে বলবে 'ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু'। অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহ, শান্তি, রহমত আপনার ওপর বর্ষিত হোক। সুতরাং সালাম এর উত্তর প্রদান করতে হবে অধিকতর উত্তম পন্থায় কিংবা অন্তঃপক্ষে তৎসমানভাবে। তবে আমাদের সমাজে এমন অনেকে রয়েছেন যারা কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক কিংবা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, তাদেরকে যখন অধীনস্থরা সালাম দেয়া হয় তখন তারা ওয়ালাইকুম সালাম বলে কিংবা মাথা নাড়ায়,আবার কেউ কেউ সালামের কোন উত্তরই দিতে চান না।[৪০]

আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ স. সর্বদা অন্যকে আগে অভিবাদন তথা সালাম দিতেন। সে সময় সাহাবীগণ অনেক চেষ্টা করেছেন নবিজিকে আগে কখনই সালাম দিতে পারেননি। নবি করীম স. সব সময় আগে সালাম দিতেন। এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ স. বলেন,

---

৩৭. ডা. জাকির নায়েক, *লেকচার সমগ্র*, ভাষান্তর, মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান খান (ঢাকা : মীনা বুক হাউস, ১ম প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৮৭৮-৮৮০ ।

৩৮. সুরা আল-আন'আম : ৫৪।

৩৯. সুরা আন-নিসা : ৮৬।

৪০. ডা. জাকির নায়েক, *লেকচার সমগ্র*, পৃ. ৮৮০।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ

"হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, কথা-বার্তা বলার আগেই সালাম করতে হয়।"[৪১]

এ প্রসঙ্গে অন্যত্র রসুলুল্লাহ স. বলেন :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ

"হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী সে প্রথমে সালাম করে।"[৪২]

৪. শিশুদের উপর অপসংস্কৃতির প্রভাব

শিশুরাই আগামী দিনের কর্ণধার। আদর্শ সমাজ গঠনে শিশুর চরিত্র গঠনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তাদেরকে উন্নত চরিত্রবান এবং অনুপম আদর্শের অধিকারী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কেননা শিশুদের আদর্শবান করে গড়ে তুলতে না পারলে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব নয়। যদি কারো আখলাক-চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় তবে এ জন্য সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং এ ক্ষতির প্রভাব ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর পড়বে।[৪৩] আমাদের এ কোমলমতি শিশুদের উপর ভারতীয় সাংস্কৃতির আগ্রাসন সবচেয়ে বেশী। ছোট ছোট শিশুরা বাংলায় ঠিকমত কথা বলতে পারেনা অথচ হিন্দি ভাষায় ফট ফট করে কথা বলে। বিভিন্ন নাটক, সিনেমা ও কার্টুননেটওয়ার্ক শিশুদের মানসিক বিকাশে প্রতিন্ধকতা সৃষ্টি করে। যেমন, ডরিমন নামে একটি কার্টুনছবির মাধ্যমে শিশুদের চরিত্রের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এ কার্টুনছবিটি জাপানি ভাষা হতে হিন্দি ভাষায় ডাবিং করে প্রচার করা হয়। ডরিমন কার্টুনছবিটির মাধ্যমে শিশুরা কার্টুন চ্যানেল-এর প্রতি আকৃষ্ট পড়ছে। এর প্রভাবে শিশুরা অলস হয়ে পড়ে এবং মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। শিশুরা যেখানে ছোট বয়সে মক্তবে গিয়ে কুরআন শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষাগ্রহণ করার কথা কিন্তু তা না করে তারা টেলিভিশনে কার্টুন চ্যানেল দেখে ইসলামি সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে পড়ছে। ফলে শিশুরা নৈতিক শিক্ষার অভাবে অপসংস্কৃতির প্রতি ঝুকে পড়ছে। এ প্রসঙ্গে ড. কাজী দীন মুহাম্মদ জেবি হালের একটি উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, If you give your children three Rs. Reading, Writing and Arithmatic and do not give them 4th R, Religion, they will become 5th R, Rascal "তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদের তিন আর শিক্ষা তথা পড়া, লেখা ও অংক শিখাও এবং চতুর্থ আর ধর্ম না শিখাও তাহলে তারা পঞ্চম আর তথা বদমাশ হয়ে যাবে।[৪৪]

তাই শিশুর চরিত্র গঠনের ব্যাপারে ইসলাম জোর তাকীদ দিয়েছে। চরিত্র গঠন বলতে তাদের মধ্যে আখলাকে যমীমা তথা দুষ্ট চরিত্রের প্রতি ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি করা এবং আখলাকে হামীদা তথা উন্নত চরিত্র দ্বারা তাদেরকে বিভূষিত করা বুঝায়। যেমন, অহংকার, মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, গীবত চোগলখোরি, মূর্খতা, উদাসীনতা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা ইত্যাদির প্রতি তাদের হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি করা। সাথে সাথে তাদের মাঝে আল্লাহ, রসুল, ফিরিশতা, আসমানী কিতাব, কুরআন, হাদীস ইত্যাদির প্রতি অগাধ বিশ্বাস সৃষ্টি করা এবং সততা, আমানতদারী,

---

৪১. মুহাম্মদ ইবন ঈসা আবু ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনান তিরমিযী* (বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা. বি.), খণ্ড ৫, পৃ. ৫৯।

৪২. সুনান আবী দাউদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫১৬।

৪৩. সম্পাদনা পরিষদ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১৫৮।

৪৪. ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মদ, শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার পৃষ্ঠপোষক হযরত মুহাম্মদ স. ছাত্র সংবাদ, মে-জুন ২০০০ খ্রি. (ঢাকা : কেন্দ্রীয় দাওয়াতী কার্য বিভাগ, বংলাদেশ ইসলামি ছাত্র শিবির), পৃ. ১৫।

অঙ্গীকার পূরণ করা, দানশীলতা, পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচার ইত্যাদি মহৎ গুণাবলী শিক্ষা দেওয়া।[৪৫] রসুলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন :

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اِسْمَهُ وَأَدَّبَهُ.

"কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে যেন তার জন্য একটি সুন্দর নাম রাখে এবং উত্তমরূপে তাকে আদব-কায়দা, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়। শিরক ও বিদআত-এর অকল্যাণ ও ভয়াবহতার কথা তাদের সামনে তুলে ধরবে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে হযরত লুকমান তাঁর পুত্রকে যে নসীহত করেছিলেন তা কুরআন মজীদে এভাবে উল্লেখ রয়েছে।

يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

"হে বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে চরম যুলম।"[৪৬]

ইসলাম হলো মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম–দীনে ফিতরাত। রসুলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন :

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

"প্রতিটি শিশুই ফিত্‌রাত তথা ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতাসহ জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী, খ্রিস্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়।"[৪৭]

উপরোক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, সুন্দর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার যোগ্যতা প্রতিটি শিশুর মধ্যেই বিদ্যমান আছে। যদি শিশুর পিতামাতা এ ব্যাপারে যত্নবান হয় এবং পরিবেশ যদি সুন্দর চরিত্র গঠনের অনুকূলে থাকে, তবে শিশুর মধ্যে অনুপম চরিত্রের বিকাশ ঘটে। আর যদি পিতামাতা এ বিষয়ে যত্নবান না হয় তাহলে শিশুর চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। তাই শিশুর চরিত্র গঠনে পিতামাতার ভূমিকা অপরিসীম।

৫. পোশাক-পরিচ্ছেদের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

পর্দা হচ্ছে মহান আল্লাহ তায়ালার হুকুম এবং মুসলমানদের দীর্ঘদিনের ধর্মীয় ঐতিহ্য। নারী-পুরুষ সকলের জন্য পর্দা করা ফরজ। নারীর কারণে যে অপরাধগুলো সংঘটিত হচ্ছে তার মূলে রয়েছে নারী স্বাধীনতার নামে পর্দাহীনতা। পাশ্চাত্য সমাজে আজ পর্দাহীনতার কারণে মানবতার ধস নেমেছে। তাদের সমাজ হচ্ছে কলুষিত ও পারিবারিক জীবন হচ্ছে বিপর্যস্ত। স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কে আস্থাহীনতার কারণে তাদের মাঝে আজ নেই কোন প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা। বর্তমানে স্বাধীনতার নামে সুকৌশলে মুসলিম বিশ্বের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে পর্দাহীনতার ভয়াবহ এক অভিশাপ।[৪৮] মুসলিম বিশ্বের মেয়েরাও বর্তমানে ইউরোপীয় মেয়েদের মত শার্ট, প্যান্ট ও শর্ট পোশাক পরিধান করে। এ সকল অনৈসলামিক পোশাক মুসলিম সমাজে আজ ভাইরাসের মত বিস্তার লাভ করেছে। অবাধে ছেলেরা মেয়েদের পোশাক পরছে এবং মেয়েরা ছেলেদের পোশাক পরছে। বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে শাড়ীর প্রচলন ব্যাপক।

---

৪৫. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পৃ. ১২৬।

৪৬. সুরা লুকমান : ১৩।

৪৭. ওলিউদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ র., অনুবাদ : মাওলানা নুর মোহাম্মদ আজমী, মিশকাতুল মাসাবীহ (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ২১

৪৮. হাকিমুল উম্মত আমরাফ আলী থানভী র. পর্দার বিধান , অনুবাদ মো: তাজুল ইসলাম (ঢাকা : পানজেরী পাবলিকেশন, প্রকাশকাল, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২

শাড়ী পরাকে আমাদের দেশের মুসলিম মহিলারা ধর্মীয় পোশাক মনে করেন। আসলে শাড়ী কোন ধর্মীয় পোশাক নয়। এ উপমহাদেশে শাড়ীর প্রচলন হয়েছে কবি রবীন্দ্রনাথের পরিবার থেকে। রবীন্দ্রনাথ তার কবিতার মাধ্যমে শাড়ী পরাকে বিভিন্ন ভাবে উৎসাহিত করেছে।[৪৯]

পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও ইসলামি বিধি-বিধানের অনুসরণ আবশ্যক। পোশাকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দু'টো : ১. সতর ঢাকা, ২. সৌন্দর্য। এ সম্বন্ধে কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে :

يٰبَنِي اٰدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْاٰتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ.

"হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট।"[৫০]

পোশাকের অন্যতম উদ্দেশ্য হল সৌন্দর্য লাভ। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে :

يٰبَنِي اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

"হে বনী আদম! তোমারা প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে আর আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপব্যয় করবে না।"[৫১]

নারীদের হিজাবের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা আয়াতে বলেন :

يٰأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنٰى أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا.

"হে নবি! আপনার স্ত্রী ও কন্যাদেরকে এবং মু'মিন মহিলাদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর ঝুলিয়ে দেয়। এটা বেশি সঠিক নিয়ম যাতে তাদেরকে চিনে নেয়া যায় এবং তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।"[৫২]

আয়াতটি একটি উদাহরণের মাধ্যমে এমনভাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, কোন পরিবারে দু'জমজ বোন রয়েছে, তারা উভয়ে খুবই সুন্দরী। তারা যদি কোন একটি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় এমন পরিস্থিতিতে যে, তাদের একজন পূর্ণাঙ্গ হিজাব পরিহিত এবং অপরজন ইউরোপীয় মেয়েদের মত শার্ট, প্যান্ট ও শর্ট পোশাক পরিধান করে। এমতাবস্থায় যদি কোন বখাটে ছেলে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে তবে সে ছেলেটি স্বাভাবিকভাবেই শার্ট, প্যান্ট ও শর্ট পোষাক পরা মেয়েটিকেই উত্ত্যক্ত করবে। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে নারীদের হিজাব পালন করতে বলা হয়েছে যাতে তারা উত্ত্যক্ত না হয়।

ইসলামি সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য

তাওহিদ : ইসলামি সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাওহিদ। তাওহিদ বা একত্ববাদ বলতে বুঝায় আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন। তাওহিদ ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা

---

৪৯. ড. এ. কে. এম. আব্দুল লতিফ, প্রফেসর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ক্লাশ লেকচারশিট - ২০০০ খ্রি. রাজশাহী বশ্ববিদ্যালয়।

৫০. সুরা আ'রাফ : ২৬।

৫১. সুরা আ'রাফ : ৩১।

৫২. সুরা আল-আহযাব : ৫৯।

উপস্থাপন করে। ইতিবাচক ধারণা বলতে বুঝায় বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং তিনি এক ও একক। আর নেতিবাচক ধারণা হলো তাঁর মতো কেউ নেই, কিছু নেই, কেউ হতে পারে না তাঁর সমতুল্য। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। ইসলামের দৃষ্টিতে তাওহীদের ধারণা পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ।[৫৩]

মানবতার সম্মান : ইসলামি সংস্কৃতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো মানবতার সম্মান। মানুষ মানুষ হিসেবেই সম্মানার্হ। মানুষ মানুষে নেই কোন তারতম্য। উঁচু-নিচু ও আশরাফ-আতরাফের বিভেদ মানবতার পক্ষে অপমানস্বরূপ। সমাজের সব মানুষই সমান মর্যাদা ও অধিকার পাওয়ার যোগ্য। ইসলামি সংস্কৃতির দৃষ্টিতে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ পদাধিকারী ও নিম্পদস্থ কর্মচারী, গ্রামবাসী-শহরবাসী, নারী-পুরুষ ইত্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইসলামি সংস্কৃতি এ ধরনের কৃত্রিম ভেদ-বৈষম্যকে নিঃশেষ ও নির্মূল করে দিয়ে সব মানুষকে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।[৫৪]

সর্বজনীনতা : ইসলামি সংস্কৃতি এক সর্বজনীন সংস্কৃতি। এটি বিশেষ কোন গোত্র, বর্ণ, শ্রেণি, বংশ, কাল বা অঞ্চলের উত্তরাধিকারী নয়। তার সীমা-পরিধি সমগ্র বিশ্বলোক এবং গোটা মানব বংশে পরিব্যাপ্ত ও বিস্তীর্ণ। তাতে বিশেষ ভাষা বা বংশের দৃষ্টিতে কোনো সংকীর্ণতার অবকাশ নেই। আল্লাহ তায়ালার একত্ব ও মুহাম্মদ স.-এর রিসালতে বিশ্বাসী প্রত্যেক ব্যক্তিই এ সংস্কৃতির অধিকারী, সে যে ভাষায়ই কথা বলুক, তার গায়ের বর্ণ যাই হোক, সে প্রাচ্য দেশীয় হোক কি পাশ্চাত্য দেশীয়। তার আচার-আচরণ ও জীবনযাত্রা ইসলামি ভাবধারায় পরিপুষ্ট এবং ইসলামি রঙে রঙীন। এ কারণেই ইসলামি সংস্কৃতি ব্যাপক ও সর্বাত্মক ভূমিকার অধিকারী।[৫৫]

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব : ইসলামি সংস্কৃতির ভিত্তি হলো দ্বীন। এটি রক্ত সম্পর্কের তুলনায় গৌণ। তাই এ দু'টির কোনো একটিকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রশ্ন উঠলে দ্বীনী সম্পর্কের দিকটিই প্রাধান্য পাওয়ার অধিকারী হবে। ইতিহাসে এ সংস্কৃতির প্রথম প্রকাশ ঘটেছে হিজরতের পরে নবি করীম স. প্রবর্তিত সমাজ সংস্কার তথা বহিরাগত এবং স্থানীয় লোকদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। এ ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠেছিল রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়, ভাষার, বর্ণের বা স্বদেশিকতার ভিত্তিতে নয়; বরং তা গঠিত হয়েছিল একমাত্র দ্বীনের ভিত্তিতে। হাবশার (আবিসিনিয়া) বেলাল, রোমের সুহাইব, পারস্যের সালমান, মক্কার আবু বকর, 'উমর রা. ও মদীনার আনসারগণ এক আদর্শভিত্তিক ও সংস্কৃতিক সমাজে নিঃশেষে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। এভাবে একটি মানব সমাজ তার সাংগঠনিক পর্যায়ে একই সংস্কৃতির অনুসারী একটি মহান মিল্লাতে পরিণত হয়েছিল। এ মিল্লাতটি ছিল যেন একটি পূর্ণাঙ্গ মানবদেহ।[৫৬]

বিশ্বশান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ : ইসলামি সংস্কৃতির পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হলো বিশ্বশান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। সমাজে অকারণে রক্তপাত কিংবা বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া এবং প্রতিবেশী জাতি বা রাজ্যের সাথে নিত্য সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ইসলামি সংস্কৃতির পরিপন্থী। যা কিছু ভালো ও কল্যাণকর তার সম্প্রসারণ এবং যা কিছু মন্দ ও ক্ষতিকর তার প্রতিরোধই হলো ইসলামি সংস্কৃতির ধর্ম।[৫৭]

বিশ্ব মানবের ঐক্য : মানবতার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে হলে মানুষের পারস্পরিক ঐক্য অপরিহার্য। ঐক্য ছাড়া যেমন মানবতার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার ধারণা করা যায় না তেমনি বিশ্বশান্তিও বিঘ্নিত ও বিনষ্ট হওয়া অবধারিত। বিশ্ব মানবের পরস্পরে পরিপূর্ণ ঐক্য সৃষ্টি করতে হলে চিন্তার ঐক্য বিধান সর্বপ্রথম কর্তব্য; তারপরই হলো কর্মের ঐক্য ও

---

৫৩. *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, পৃ. ২৪৪। *প্রাগুক্ত*, পৃ., ২৪৪।

৫৪. *প্রাগুক্ত*, প, ২৪৪।

৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৫।

৫৬. *শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, পৃ. ২৪৫।

৫৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৫।

সামঞ্জস্য। অন্য কথায়, মানব সমাজের সার্বিক ঐক্য তাদের অভ্যন্তরীণ ঐক্যের উপর নির্ভরশীল। বস্তুত মানুষের মনন-চিন্তা ও মানসিকতার ঐক্য ও সামঞ্জস্যই হচ্ছে বিশ্ব মানবের কাংখিত ঐক্যের একমাত্র উপায়। সমাজের প্রতিটি মানুষই এ কারণে পরস্পরের সাথে সম্পর্কে রেখে চলতে বাধ্য হয়। বস্তুত উম্মতে মুসলিমা এমনিভাবেই স্বীয় উন্নতমানের সংস্কৃতির ভিত্তিতে বিশ্বজনীন ঐক্যের পতাকায় উড্ডীন হতে পারে।[৫৮]

কর্তব্য ও দায়িত্বানুভূতি : ইসলামি মিল্লাতের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই যেমন অবহিত হতে হয় নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে, তেমনি সমষ্টির প্রতি স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও তাকে বিস্তারিতভাবে জানতে হয়। একজন অনুগত সন্তান, স্নেহময় পিতা, সহোদর ভাই-বোন এবং বিশ্বাসী স্বামী ও স্ত্রীরূপে প্রত্যেকেরই অধিকার এখানে সুনির্ধারিত। কর্তব্যের অনুভূতি তাকে সমগ্র জীবনভর সক্রিয় করে রাখে। অধিকার হরণ বা লংঘন তার কাছে চিরন্তন আযাবের কারণরূপে বিবেচিত।[৫৯]

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা : পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে চলাও ইসলামি সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ পবিত্রতা যেমন বাহ্যিক তেমনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। এ জন্য ইসলাম যেমন শিরককে সম্পূর্ণ বর্জন করে চলার আদেশ করেছে তেমনি হারাম ও অনৈতিক কর্মকান্ডকে সম্পূর্ণ বর্জন করে চলার নির্দেশ দিয়েছে। তাকওয়া বা আল্লাহ্ভীতি আধ্যাত্মিক পরিচ্ছন্নতার জন্য অতিশয় কার্যকর হাতিয়ার। এর অনুশীলনের ফলে সমগ্র সমাজ ও পরিবেশ এক পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র ভাবধারায় মূর্ত হয়ে উঠে। এ জন্য ইসলামি সংস্কৃতিময় জীবন ও চরিত্র নির্মল ও পবিত্র হয়ে উঠে।[৬০]

ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের মর্যাদা : ব্যক্তি স্বাতন্ত্র ইসলামি সংস্কৃতির দৃষ্টিতে সমাজের মূল ভিত্তি। এছাড়া ব্যক্তির সুষ্ঠু উন্নয়ন ও বিকাশ কখনো সম্ভবপর নয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে যে জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে সামষ্টিক স্বার্থের বেদীমূলে উৎসর্গ করা হয়েছে। সেখানে 'কমিউনিজম চালু করে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র ও পারিবারিক জীবনের মর্যাদাকে গুরুত্বহীন করে দেয়া হয়েছে। নারী-পুরুষ, বালক-শিশু, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল মানুষই সরকারের মালিকানা। কাজেই সরকারি নির্দেশ মেনে চলার কোনরূপ দ্বিধা নেই সে সমাজে। জমি-জায়গা, অর্থ-সম্পদ, ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই সেখানে ব্যক্তির মালিকানা থেকে কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় সোপর্দ করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামি সংস্কৃতি এ অমানবিক কর্তৃত্বের পশ্রয় দেয়নি।[৬১]

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধে করণীয় : সংস্কৃতি মানব জীবনের কর্ম পরিমন্ডলে ব্যাপৃত। প্রত্যেক জাতির অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্বের জন্য তার সংস্কৃতিই রক্ষা কবচ। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বা অপসাংস্কৃতির প্রভাব জাতীয় অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ। মুসলিম জাতির নিজস্ব অস্তিত্ব, স্থায়ীত্ব, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে একটি আদর্শ ও সুসভ্য জাতি হিসেবে টিকে থাকতে হলে সাংস্কৃতির আগ্রাসন প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। ইসলাম মানব কল্যাণের ধর্ম। মানুষকে ভালো ও কল্যাণকর কাজে সহযোহিতা করা এবং অকল্যাণ কাজ হতে বিরত রাখা সকল মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য। তাই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধে ইমাম, শিক্ষক, অভিভাবক, চিকিৎসক, সমাজসেবক ও নেতৃবৃন্দসহ সমাজের সকল স্তরের সচেতন নাগরিককে এগিয়ে আসতে হবে এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কুফল সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল প্রকার প্রচার মাধ্যমকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। মুসলিম সমাজে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধে মহান আল্লাহর প্রদর্শিত পথে চলতে হবে এবং তিনি যা আদেশ দিয়েছেন তা পালন করতে হবে আর তিনি যা নিষেধ

---

৫৮. *শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, পৃ. ২৪৭।

৫৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৭।

৬০. *শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, পৃ. ২৪৮।

৬১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮।

করেছেন তা বর্জন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا "রসুল তোমাদের যা আদেশ করেন তা গ্রহণ কর আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।"[৬২] ইসলাম বিরোধী প্রচার মিডিয়ার মাধ্যমে বর্তমানে অশ্লীলতা বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করছে। এসব মিডিয়ায় প্রচারিত বিভিন্ন নাটক, সিনেমা ও কার্টুননেটওয়ার্ক শিশুদের মানসিক বিকাশে ও চরিত্র গঠনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বিশ্বের বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় অধিকাংশেরই মালিক ইয়াহূদীরা। তারা ইসলাম বিরোধী প্রচারনায় হাজার হাজার মিলিয়ন ডলার খরচ করে থাকে। অপসংস্কৃতি প্রচারকারীদের সকল প্রকার প্রচার মাধ্যমকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরিত্যাগ করতে হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধে ভারতীয় চ্যানেলগুলো সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে এবং ইসলাম বিরোধী প্রচার মিডিয়ার মোকাবিলায় ইসলামি প্রচার মিডিয়া গড়ে তুলতে হবে। কোমলমতি শিশুদেরকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে হলে তাদেরকে ইসলামের মৌলিক বিষয়সহ নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে। অভিবাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যুব সমাজকে ইসলামি রীতিতে অভিবাদন তথা 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলতে উৎসাহিত করতে হবে এবং Good Morning, Hello, Hi ইত্যাদি বলতে নিরুৎসাহিত করতে হবে। মুসলিম সমাজে সালামের প্রচলন ব্যপাক হারে বৃদ্ধি করতে হবে। কেননা রসুলুল্লাহ স. বলেন : أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ "তোমরা সকলে পারস্পারিক সালামের ব্যাপক প্রচার বিস্তার কর"।[৬৩] নারী স্বাধীনতার নামে বর্তমান মুসলিম বিশ্বের মেয়েরাও ইউরোপীয় মেয়েদের মত শার্ট, প্যান্ট ও শর্ট পোশাক পরিধান করে। এ সকল অনৈসলামিক ও পর্দাহীন পোশাককে বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বে নিষিদ্ধ করে পর্দার বিধান বাধ্যতামূলক করতে হবে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধে সকল অপসংস্কৃতিকে মূলোৎপাটন করে ইসলামি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে।

উপসংহার

মানুষের স্বরূপ প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম হলো সংস্কৃতি। সংস্কৃতির প্রকাশের মাধ্যমেই কোন জাতির অবস্থান নির্ণয় করা যায়। প্রতিটি জাতির সংস্কৃতি তার নিজস্ব পরিবেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। একটা বিশেষ দেশের সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী লোকেরাই সে দেশের সংস্কৃতির উওরাধিকারী। আর ইসলামি সংস্কৃতি একটি বিশ্বজনীন জীবনাদর্শ হিসেবে কোন বিশেষ জাতি, বংশ, গোত্র, সম্প্রদায়ের প্রতি তার কোন পক্ষপাত নেই। সংস্কৃতির কোন সীমা নেই, কেউ চাইলে ভিন্ন সংস্কৃতি মানতে পারে কিন্তু তা যদি হয় ইসলামি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তা অবশ্যই বর্জনীয়। কেননা ইসলামি সংস্কৃতি সমাজে শৃঙ্খলা গড়ে তোলে মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দেয়। আর মানব রচিত সংস্কৃতির প্রভাব সমাজে বিশৃঙ্খলা, অশ্লীলতা, নগ্নতা ও নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে। মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, চাল-চলন, বিবাহ-শাদী, পোশাক-পরিচ্ছদ, একে অপরকে অভিবাদন ইত্যাদির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বর্হিপ্রকাশ ঘটে। বাংলাদেশসহ মুসলিম সমাজের উপর ভর করেছে আজ ইসলাম বিরোধী ভিন্ন সংস্কৃতি। মুক্ত সংস্কৃতি চর্চার নামে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আমাদের যুব সমাজকে বিশৃঙ্খলা, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার দিকে লেলিয়ে দিচ্ছে। এসব অপসংস্কৃতির আগ্রাসন ও কুফল থেকে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজকে রক্ষা করতে হলে ইসলামি সংস্কৃতি সম্পর্কে সুস্পস্ট ধারণা দিতে হবে এবং ইসলামি সংস্কৃতি চর্চার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে। সর্বোপরি ইসলামি শরীয়ার পুরোপুরি অনুসরণের মাধ্যমেই ইসলামি সংস্কৃতি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব।

---

৬২. সুরা হাশর, আয়াত : ৭।

৬৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহিহ মুসলিম (বৈরূত : দারুল জীল), খণ্ড ১, পৃ. ৫৩।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল- কুরআনূল কারিম

২. *আল-কুরতূবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*, বৈরূত : লেবানন ১৯৮৮ খ্রি., ১৭শ খণ্ড ।

৩. আল্লামা আলূসী আল - বাগদাদী, তাফসীর রূহুল মা'আনী, বৈরূত : লেবানন, ১৯৮৫ খ্রি.।

৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *আহকামুল কুরআন*, করাচী, পাকিস্তান : তা.বি., ৩য় খণ্ড ।

৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ, *সুনানু ইব্‌ন মাযাহ, ঢাকা :* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২ খ্রি., ২য় খণ্ড।

৬. এ.কে.এম নাজির আহমদ, *ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম প্রকাশ, ২০০৫ খ্রি.।

৭. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*,ঢাকা : খায়রুণ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০০ খ্রি.।

৮. মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার (সম্পা), *আমাদের সংস্কৃতি বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১ম প্রকাশ, ২০০১ খ্রি.।

৯. ড. আহমদ শরীফ, *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯ খ্রি.।

১০. ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ (সম্পা.), *দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ-২, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রি.।

১১. মীর আব্দুল ওয়াহহাব লাবীর (সম্পা.), বহুমুখী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন দেশের যুব সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে, *সাপ্তাহিক আরাফাত*, বর্ষ-৫২, সংখ্যা-২২, ১০ জানুয়ারী, ২০১১ খ্রি.,।

১২. Dr. Fazlur Rahman, *What is Islamic Culture, Islamic Culture : A few angles*, Karachi : Umma Publishing House, 1964 A. D.

১৩. ড. এ. কে. এম. নুরুল আলম, *সংস্কৃতির স্বরূপ ও ইসলামী সংস্কৃতির তাৎপর্য* : কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ : ১ম সংস্করণ, ২০০২ খ্রি., / ১৪০৯ বাং.।

১৪. H.W. Fowler and F.G. Fowler, *Oxford Dictionary*, London : Ely House, Oxford University Press, 1964 A. D. 5th Edition.

১৫. এ. কে. এম. শওকত আলী খান, *সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি*, পাবনা, বাংলাদেশ : প্রথম প্রকাশ, ২০০৪ খ্রি.।

১৬. আবুল হাশিম, *সমাজ পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় ইসলামী মূল্যবোধ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৮খ্রি.।

১৭. ড. মীর মন্‌জুর মাহমুদ, *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইমাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ,২০০৪ খ্রি.।

১৮. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী, *ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২য় সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.,।

১৯. ড. মুহাম্মদ হামিদুলাহ, *ইসলাম পরিচয়*, ঢাকা: ইসলমিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.।

২০. ড. শাহ মো: রফিকুল ইসলাম, টাজেস বার্তা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : টাংগাইল জেলা সমিতি, প্রকাশ,২০০৪ খ্রি.।

২১. আব্দুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল রচণাবলী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৭খ্রি., ৩য় খণ্ড ।

২২. মতিউর রহমান মলিক, *অডিও সিডি প্রতীতি-২*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, পরিবেশনায়: অডিও ভিজ্যুয়াল সেন্টার।

২৩. জাস্টিস খালিক গোলাম আলী, *রাসায়েল মাসায়েল*, ঢাকা : মওদুদী রিচার্স একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রি., ৬ষ্ঠ খণ্ড ।

২৪. আহমাদ ইবন হাম্বল আবু 'আব্দুলাহ আশ-শায়বানী, *মুসনাদ আহমদ*, কায়রো : মুআস্‌সাতু কুরতাবাহ, তা.বি., ২য় খণ্ড ।

২৫. ইমাম আশ-শাওকানী, *নাইলুল আওতার*, বৈরূত : তা.বি., ৮ম খণ্ড ।

২৬. মোবারক হোসেন খান, *সংগীত দর্পণ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯ খ্রি.।

২৭. আলাউদ্দীন আল মুওাকী, *কাযনুল 'উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফ'আল*, বৈরূত : তা.বি. ১৫শ খণ্ড।

২৮. আবু মুহাম্মদ আল-হুসাইন ইব্‌ন মাস্‌'উদ আল-বাগবী, *মা'আলিমুত তানযীল*, দারু তায়্যিবাতু লিন নাশরি ওয়াত তাউযী', ১৪১৭ হি./ ১৯৯৭ খ্রি., ৬ষ্ঠ খণ্ড ।

২৯. ডা. জাকির নায়েক, লেকচার সমগ্র, ভাষান্তর, মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান খান, ঢাকা : মীনা বুক হাউস, ১ম প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.।

৩০. সম্পাদনা পরিষদ দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ ২০০০ খ্রি.,।

৩১. ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মদ, শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার পৃষ্ঠপোষক হযরত মুহাম্মদ স., ছাএ সংবাদ, ঢাকা : কেন্দ্রীয় দাওয়াতী কার্য, বিভাগ, বংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির, মে-জুন ২০০০ খ্রি.।

৩২. ওলিউদ্দীন আবূ আব্দুলাহ মোহাম্মদ বিন আব্দুল্‌লাহ র., অনুবাদ : মাওলানা নুর মোহাম্মদ আজমী, মিশকাতুল মাসাবীহ, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮ খ্রি.।

৩৩. হাকিমুল উম্‌মত আমরাফ আলী থানভী র. পর্দার বিধান, অনুবাদ মো: তাজুল ইসলাম, ঢাকা: পানজেরী পাবলিকেশন, প্রকাশকাল, ২০০৫ খ্রি.।